المقدمة الجزرية

আল মুকাদ্দিমাতুল জাঝারিয়্যাহ

কুরআন তেলওয়াতকারীর যা জানা আবশ্যক

শায়েখ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল জাঝারী রহিমাহুল্লাহ

ইমাম ইবনুল জাঝারী (রহ.) কর্তৃক রচিত তাজবিদ শাস্ত্রের অমর কাব্যগ্রন্থ "আল মুকাদ্দিমাতুল জাযারিয়্যাহ" গ্রন্থ পরিচিতি

মূল গ্রন্থ: আল-জাজারিয়্যাহ।

নামকরণ: আল মুকাদ্দিমাতুল জাযারিয়্যাহ (কুরআন তেলওয়াতকারীর যা জানা আবশ্যক)।

লেখক: ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন ইউসুফ ইবনুল জাঝারী (৭৫১ - ৮৩৩ হিজরি) রহিমাহুল্লাহ।

সম্পাদনা: মুহাম্মদ তামীম আল-জু'বী (মসজিদে নববীর কুরআন ও ক্বিরাআত শিক্ষক এবং কিং ফাহদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্সের বৈজ্ঞানিক কমিটির সদস্য)।

ভূমিকা

১. يَقُولُ رَاجِي عَفْوِ رَبٍّ سَامِعِ ٠ مُحَمَّدُ بْنُ الْجَزَرِي الشَّافِعِي

শ্রবণকারী রবের ক্ষমার আশাবাদী, মুহাম্মদ ইবনুল জাজারী শাফেয়ী বলছেন;

২. الْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ ٠ عَلَى نَبِيِّهِ وَمُصْطَفَاهُ

সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং আল্লাহ সালাত (রহমত) বর্ষণ করুন তাঁর নবী ও তাঁর মনোনীত বান্দার ওপর;

৩. مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ٠ وَمُقْرِئِ الْقُرْآنِ مَعْ مُحِبِّهِ

মুহাম্মদের ওপর, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর, এবং কুরআনের শিক্ষক ও তার প্রেমিকের ওপর।

৪. وَبَعْدُ إِنَّ هَذِهِ مُقَدِّمَةٌ ٠ فِيمَا عَلَى قَارِئِهِ أَنْ يَعْلَمَهُ

অতঃপর, নিশ্চয়ই এটি একটি ভূমিকা, যার পাঠককে যা জানা আবশ্যক সে বিষয়ে;

৫. إِذْ وَاجِبٌ عَلَيْهِمُ مُحَتَّمُ ۞ قَبْلَ الشُّرُوعِ أَوَّلًا أَنْ يَعْلَمُوا

যেহেতু তাদের ওপর অপরিহার্যভাবে আবশ্যক, (কুরআন পাঠ) শুরু করার আগে প্রথমত তারা যেন জেনে নেয়–

৬. مَخَارِجَ الْحُرُوفِ وَالصِّفَاتِ ۞ لِيَنْطِقُوا بِأَفْصَحِ اللُّغَاتِ

বর্ণসমূহের উচ্চারণস্থল [مَخَارِجَ الْحُرُوفِ] ও বৈশিষ্ট্যসমূহ [الصِّفَاتِ], যেন তারা সবচেয়ে বিশুদ্ধ ভাষায় উচ্চারণ করতে পারে;

৭. مُحَرِّرِي التَّجْوِيدِ وَالْمَوَاقِفِ ۞ وَمَا الَّذِي رُسِمَ فِي الْمَصَاحِفِ

তাজবীদ [التَّجْوِيدِ] ও বিরতিস্থলগুলোর [الْمَوَاقِفِ] বিশোধনকারী হিসেবে, এবং মুসহাফসমূহে যা কিছু লিখিত হয়েছে সে বিষয়ে;

৮. مِنْ كُلِّ مَقْطُوعٍ وَمَوْصُولٍ بِهَا ۞ وَتَاءِ أُنْثَى لَمْ تَكُنْ تُكْتَبْ بِهَا

তার মধ্য থেকে প্রত্যেক বিচ্ছিন্ন [مَقْطُوعٍ] ও সংযুক্ত [مَوْصُولٍ] শব্দ সম্পর্কে, এবং স্ত্রীবাচক 'তা' [تَاءِ أُنْثَى] যা (সাধারণ নিয়মে 'হা' বা গোল তা হিসেবে) লেখা হয়নি।

বর্ণসমূহের উচ্চারণস্থল অধ্যায় (الحروف مخارج باب)

৯. اخْتَبَرْ مَنِ يَخْتَارُهُ الَّذِي عَلَى • عَشَرْ سَبْعَةَ الْحُرُوفِ مَخَارِجُ

বর্ণসমূহের উচ্চারণস্থল [الْحُرُوفِ مَخَارِجُ] সতেরোটি, সেই মতানুযায়ী যা পরীক্ষা–নিরীক্ষাকারীগণ পছন্দ করেছেন।

১০. تَنْتَهِي لِلْهَوَاءِ مَدٍّ حُرُوفُ • وَهِي وَأُخْتَاهَا الْجَوْفِ فَأَلِفُ

সুতরাং শূন্যগর্ভের [الْجَوْفِ] আলিফ এবং তার অপর দুটি বোন (ওয়াও ও ইয়া), আর সেগুলো দীর্ঘস্বর বর্ণ [مَدٍّ حُرُوفُ], যা বাতাসে গিয়ে শেষ হয়।

১১. حَاءُ فَعَيْنٌ لِوَسْطِهِ ثُمَّ • هَاءُ هَمْزٌ الْحَلْقِ لِأَقْصَى ثُمَّ

অতঃপর কণ্ঠনালীর দূরবর্তী অংশ থেকে [الْحَلْقِ أَقْصَى] হাময ও হা; অতঃপর তার মধ্যবর্তী অংশ থেকে [وَسْطِهِ] আইন ও হা।

১২. الْكَافُ ثُمَّ فَوْقُ اللِّسَانِ أَقْصَى • وَالْقَافُ خَاؤُهَا غَيْنٌ أَدْنَاهُ

তার নিকটবর্তী অংশ থেকে [أَدْنَاهُ] গাইন ও খা; আর কাফ

(উচ্চারিত হয়) জিহ্বার গোড়ার দূরবর্তী অংশ [أَقْصَى اللِّسَانِ]

থেকে ওপরের দিকে; অতঃপর কাফ–

১৩. أَسْفَلُ وَالْوَسْطُ فَجِيمُ الشِّينُ يَا ۰ وَالضَّادُ مِنْ حَافَتِهِ إِذْ وَلِيَا

(তার চেয়ে সামান্য) নিচে; আর জিহ্বার মধ্যভাগ থেকে [الْوَسْطُ]

জীম, শীন ও ইয়া; এবং দ্বদ (উচ্চারিত হয়) জিহ্বার পাশ থেকে

[حَافَتِهِ] যখন তা সংলগ্ন হয়–

১৪. لِأَضْرَاسَ مِنْ أَيْسَرَ أَوْ يُمْنَاهَا ۰ وَاللَّامُ أَدْنَاهَا لِمُنْتَهَاهَا

বাম অথবা ডানদিকের মাড়ির দাঁতের সাথে; আর লাম (উচ্চারিত হয়)

জিহ্বার পাশের নিকটবর্তী অংশ থেকে তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত।

১৫. وَالنُّونُ مِنْ طَرَفِهِ تَحْتُ اجْعَلُوا ۰ وَالرَّاءُ يُدَانِيهِ لِظَهْرٍ أَدْخَلُوا

এবং নূন (উচ্চারিত হয়) জিহ্বার অগ্রভাগ থেকে [طَرَفِهِ], (লামের)

নিচে নির্ধারণ করুন; আর রা তার নিকটবর্তী, যা জিহ্বার পিঠের দিকে

[لِظَهْرٍ] আরও প্রবেশ করে।

১৬. وَالطَّاءُ وَالدَّالُ وَتَا وَمِنْ مِنْهُ وَمِنْ عُلْيَا • الثَّنَايَا وَالصَّفِيرُ مُسْتَكِنْ

আর ত্বা, দাল ও তা তা (জিহ্বার অগ্রভাগ) থেকে এবং ওপরের সামনের দুই দাঁতের [الثَّنَايَا عُلْيَا] গোড়া থেকে; আর শীষধ্বনির বর্ণসমূহ [الصَّفِيرُ] অবস্থান করে–

১৭. مِنْهُ وَمِنْ فَوْقِ الثَّنَايَا السُّفْلَى • وَالظَّاءُ وَالذَّالُ وَثَا لِلْعُلْيَا

তা থেকে এবং নিচের সামনের দুই দাঁতের [الثَّنَايَا السُّفْلَى] ওপরের কিনারা থেকে; আর জোয়া, যাল ও ছা ওপরের সামনের দাঁতের–

১৮. مِنْ طَرَفَيْهِمَا وَمِنْ بَطْنِ الشَّفَةِ • فَالْفَا مَعَ أَطْرَافِ الثَّنَايَا الْمُشْرِفَةِ

উভয়ের (জিহ্বা ও দাঁতের) অগ্রভাগ থেকে; আর নিচের ঠোঁটের পেট থেকে [الشَّفَةِ بَطْنِ] ফা (উচ্চারিত হয়) ওপরের সামনের দাঁতের অগ্রভাগের সাথে।

১৯. الْخَيْشُومُ مَخْرَجُهَا وَغُنَّةٌ • مِيمٌ بَاءٌ الْوَاوُ لِلشَّفَتَيْنِ

উভয় ঠোঁট থেকে [لِلشَّفَتَيْنِ] ওয়াও, বা এবং মীম; আর গুন্নাহ [غُنَّةٌ] (অনুনাসিক ধ্বনি), তার উচ্চারণস্থল হলো নাসিকামূল [الْخَيْشُومُ]।

বর্ণসমূহের বৈশিষ্ট্য অধ্যায় (الصفات باب)

২০. قُلْ وَالضِّدَّ مُصْمَتَةٌ مُنْفَتِحٌ • مُسْتَفِلٌ وَرِخْوٌ جَهْرٌ صِفَاتُهَا

বর্ণগুলোর বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো: জহর [جَهْرٌ] (স্পষ্টতা), রিখওয়াহ [رِخْوٌ] (শিথিলতা), মুস্তাফিল [مُسْتَفِلٌ] (নিম্নমুখী), মুনফাতিহ [مُنْفَتِحٌ] (উন্মুক্ত), মুসমাতাহ [مُصْمَتَةٌ] (কঠিন); এবং এর বিপরীতগুলো বলুন:

২১. بَكَتْ قَطٍ أَجِدْ لَفْظُ شَدِيدُهَا • سَكَتْ شَخْصٌ فَحَثَّهُ مَهْمُوسُهَا

তার মধ্যে হামস [مَهْمُوسُهَا] (ফিসফিস ধ্বনি) সম্পন্ন বর্ণগুলো হলো "سَكَتْ شَخْصٌ فَحَثَّهُ"; তার মধ্যে হালাল বা তীব্র [شَدِيدُهَا]

বর্ণগুলো হলো "بِكَتْ قَطٍ أُجِدْ" শব্দসমষ্টি;

২২. وَبَيْنَ رِخْوٍ وَالشَّدِيدِ لِنْ عُمَرْ • وَسَبْعُ عُلْوٍ خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ حَصَرْ

এবং রিখওয়াহ ও শাদীদ–এর মধ্যবর্তী বর্ণ হলো "لِنْ عُمَرْ"; আর ইস্তিলা বা উচ্চমুখী সাতটি বর্ণ [عُلْوٍ سَبْعُ] "خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ" বাক্যে সীমাবদ্ধ;

২৩. وَصَادُ ضَادٌ طَاءٌ ظَاءٌ مُطْبَقَةٌ • وَفِرَّ مِنْ لُبِّ الْحُرُوفُ الْمُذْلَقَةُ

এবং সোয়াদ, দ্বদ, ত্বা ও জোয়া হলো ইতবাক [مُطْبَقَةٌ] (তালুসংলগ্ন) বর্ণ; আর "فِرَّ مِنْ لُبِّ" বর্ণগুলো হলো ইযলাক [الْمُذْلَقَةُ] (সহজ ও দ্রুত উচ্চারিত) বর্ণ।

২৪. صَفِيرُهَا صَادٌ وَزَايٌ سِينُ • قَلْقَلَةٌ قُطْبُ جَدٍّ وَاللِّينُ

তার মধ্যে শীষধ্বনিযুক্ত বর্ণ [صَفِيرُهَا] হলো সোয়াদ, যাই ও সীন;

কলকলাহ [قَلْقَلَةٌ] (প্রতিধ্বনি) হলো "قُطْبُ جَدٍّ"; আর লীন [اللِّينُ]

(কোমল) হলো—

২৫. وَاوٌ وَيَاءٌ سَكَنَا وَانْفَتَحَا ۰ قَبْلَهُمَا وَالانْحِرَافُ صُحِّحَا

ওয়াও এবং ইয়া যা সুকুনযুক্ত হয়েছে এবং তাদের পূর্ববর্তী বর্ণে ফাতহাহ (যবর) হয়েছে; আর ইনহিরাফ [وَالانْحِرَافُ] (বিচ্যুতি) বৈশিষ্ট্যটি শুদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে—

২৬. فِي اللَّامِ وَالرَّا وَبِتَكْرِيرٍ جُعِلْ ۰ وَلِلتَّفَشِّي الشِّينُ ضَادًا اسْتَطِلْ

লাম এবং রা বর্ণের মধ্যে, আর রা–কে তাকরীর [تكْرِيرٍ] (কম্পন) বিশিষ্ট করা হয়েছে; এবং তাফাশশী [وَلِلتَّفَشِّي] (ছড়িয়ে পড়া) বৈশিষ্ট্যের জন্য শীন, আর দ্বদ বর্ণে ইস্তিতালাহ [اسْتَطِلْ] (দীর্ঘায়ন) করুন।

তাজবীদের পরিজ্ঞান অধ্যায় (باب معرفة التجويد)

২৭. وَالأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُ ۰ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ

আর তাজবীদ [بِالتَّجْوِيدِ] মেনে চলা একটি অবশ্যকরণীয় বিধান; যে ব্যক্তি কুরআনকে তাজবীদসহ পাঠ না করবে সে গুনাহগার;

২৮. وَصَلَا إِلَيْنَا مِنْهُ وَهَكَذَا • أَنْزَلَا الإِلَهُ بِهِ لِأَنَّهُ

কারণ এর মাধ্যমেই ইলাহ (আল্লাহ) তা অবতীর্ণ করেছেন, এবং এভাবেই তা তাঁর থেকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে;

২৯. وَالْقِرَاءَةِ الأَدَاءِ وَزِينَةُ • التِّلَاوَةِ حِلْيَةُ أَيْضًا وَهُوَ

এবং এটি তিলাওয়াতের সৌন্দর্য, এবং আদায় [الأَدَاءِ] (উচ্চারণপ্রক্রিয়া) ও কেরাআতের ভূষণ;

৩০. وَمُسْتَحَقَّهَا لَهَا صِفَةٍ مِنْ • حَقَّهَا الْحُرُوفِ إِعْطَاءُ وَهُوَ

আর তা হলো বর্ণসমূহকে তার নিজস্ব হক [حَقَّهَا] (স্থায়ী বৈশিষ্ট্য) প্রদান করা, তার প্রতিটি বৈশিষ্ট্য থেকে এবং তার মুস্তাহাক [مُسْتَحَقَّهَا] (অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য) প্রদান করা;

৩১. كَمِثْلِهِ نَظِيرِهِ فِي وَاللَّفْظُ • لِأَصْلِهِ وَاحِدٍ كُلِّ وَرَدُّ

এবং প্রতিটি বর্ণকে তার মূল উৎসে ফিরিয়ে দেওয়া, আর একই জাতীয় শব্দের উচ্চারণ তার সমরূপ শব্দের মতোই হবে;

৩২. تَعَسُّفِ بِلَا النُّطْقِ فِي بِاللُّطْفِ • تَكَلُّفِ مَا غَيْرِ مِنْ مُكَمَّلًا

পরিপূর্ণভাবে, কোনো কৃত্রিমতা ছাড়াই, উচ্চারণে কোমলতার সাথে, কোনো কঠোরতা ছাড়া;

৩৩. بِفَكِّهِ امْرِئٍ رِيَاضَةُ إِلَّا • تَرْكِهِ وَبَيْنَ بَيْنَهُ وَلَيْسَ

আর তাজবীদ সহকারে পড়া ও তা ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, মানুষের তার চোয়াল দিয়ে অনুশীলন করা [رِيَاضَةُ] ব্যতীত।

তারকীক বা পাতলাকরণ অধ্যায় (الترقيق باب)

৩৪. الأَلِفِ لَفْظِ تَفْخِيمَ وَحَاذِرَنْ • أَحْرُفِ مِنْ مُسْتَفِلًا فَرَقِّقَنْ

অতএব, নিম্নমুখী বর্ণসমূহকে [مُسْتَفِلًا] অবশ্যই পাতলা বা তারকীক

[فَرِّقَنْ] করবেন, এবং আলিফ শব্দের তাফখীম [تَفْخِيمَ] (মোটা করা) থেকে সতর্ক থাকবেন।

বর্ণসমূহের ব্যবহারের সতর্কতা (الحروف استعمال)

৩৫. وَهَمْزَ الْحَمْدُ أَعُوذُ إِهْدِنَا • اللّٰهِ ثُمَّ لَامَ لِلّٰهِ لَنَا

এবং 'আলহামদু', 'আউযু', 'ইহদিনা' ও 'আল্লাহ'–এর হামযাহকে; অতঃপর 'লিল্লাহি', 'লানা'–এর লামকে (পাতলা করবেন);

৩৬. وَلْيَتَلَطَّفْ وَعَلَى اللّٰهِ وَلَا الضَّ • وَالْمِيمَ مِنْ مَخْمَصَةٍ وَمِنْ مَرَضْ

এবং 'ওয়ালইয়াতালাত্তাফ', 'আলাল্লাহি', 'ওয়ালাদ–দ্ব––'–এর (লামকে); এবং 'মাখমাসাতিন' ও 'মারাদিন'–এর মীমকে;

৩৭. وَبَا بَرْقٍ بَاطِلٍ بِهِمْ بِذِي • وَاحْرِصْ عَلَى الشِّدَّةِ وَالْجَهْرِ الَّذِي

এবং 'বারকিন', 'বাতিলিন', 'বিহিম', 'বিযী'–এর বা–কে; আর

তীব্রতা [الشِّدَّةِ] ও স্পষ্টতা [وَالْجَهْرِ] বজায় রাখতে সচেষ্ট হোন

যা–

৩৮. الْفَجْرِ وَحَجِّ اجْتُثَّتْ رَبْوَةٍ ۰ الصَّبْرِ كَحَبِّ الْجِيمِ وَفِي فِيهَا

তার (বা–এর) মধ্যে এবং জীম–এর মধ্যে রয়েছে, যেমন: 'হাব্বিস

সাবরি', 'রাবওয়াতিন', 'উচতুছছাত' এবং 'হাজ্জিল ফাজরি';

৩৯. أَبْيَنَا كَانَ الْوَقْفِ فِي ۰ يكُنْ وَإِنْ سكَنَا إِنْ وَقَلْقِلَنْ

আর কলকলাহ [وَقَلْقِلَنْ] (প্রতিধ্বনি) করবেন যদি সেগুলো

সুকুনযুক্ত হয়, আর যদি তা বিরতিকালীন [الْوَقْفِ فِي] হয় তবে তা

আরও স্পষ্ট হবে;

৪০. يَسْقُو يَسْطُو مُسْتَقِيمٍ وَسِينَ ۰ الْحَقُّ أَحَطتُ حَصْحَصَ وَحَاءَ

এবং 'হাসহাসা', 'আহাত্তু', 'আল–হাক্কু'–এর হা–কে; এবং 'মুস্তাকীম',

'ইয়াসতূ', 'ইয়াসকূ'–এর সীনকে (স্পষ্ট ও পাতলা রাখবেন)।

রা বর্ণের নিয়মাবলী অধ্যায় (باب الراءات)

৪১. وَرَقِّقِ الرَّاءَ إِذَا مَا كُسِرَتْ • كَذَاكَ بَعْدَ الْكَسْرِ حَيْثُ سَكَنَتْ

আর রা বর্ণকে পাতলা [وَرَقِّقِ] করবেন যখন তা কাসরাহ (যের) যুক্ত হবে, অনুরূপভাবে কাসরাহ–এর পরে যেখানেই তা সুকুনযুক্ত হবে;

৪২. إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلِ حَرْفِ اسْتِعْلَا • أَوْ كَانَتِ الْكَسْرَةُ لَيْسَتْ أَصْلَا

যদি তা কোনো ইস্তিলা বর্ণের [حَرْفِ اسْتِعْلَا] (মোটা বর্ণ) পূর্বে না হয়, অথবা যদি সেই কাসরাহটি মৌলিক [أَصْلَا] না হয়;

يُوجَدُ • وَأَخْفِ تَكْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ

আর 'ফিরকিন' শব্দে কাসরাহ–এর কারণে মতভেদ [وَالْخُلْفُ] পাওয়া যায়; আর যখন তা তাশদীদের [تُشَدَّدُ] সাথে আসবে তখন তার তাকরীর [تَكْرِيرًا] (কম্পন) গোপন রাখবেন।

লাম বর্ণের নিয়মাবলী ও সাধারণ নিয়মসমূহ অধ্যায় (باب اللامات

وقواعد عامة)

৪৪. وَفَخِّمِ اللَّامَ مِنِ اسْمِ اللَّهِ ۰ عَنْ فَتْحٍ أَوْ ضَمٍّ كَعَبْدُ اللَّهِ

আর আল্লাহর নামের [اسْمِ اللَّهِ] লাম–কে মোটা বা তাফখীম

[وَفَخِّمِ] করবেন ফাতহাহ (যবর) অথবা দাম্মাহ (পেশ) এর পর

থেকে, যেমন 'আবদুল্লাহি';

৪৫. وَحَرْفَ الإِسْتِعْلَاءِ فَخِّمْ وَاخْصُصَا ۰ لاطْبَاقَ أَقْوَى نَحْوُ قَالَ

وَالْعَصَا

আর ইস্তিলা বর্ণগুলোকে মোটা করবেন এবং ইতবাক [لاطْبَاقَ]

(তালুসংলগ্ন) বর্ণগুলোকে আরও শক্তিশালীভাবে নির্দিষ্ট করবেন,

যেমন 'ক্বলা' এবং 'ওয়াল আস্বী';

৪৬. وَبَيِّنِ الإِطْبَاقَ مِنْ أَحَطتُ مَعْ ۰ بَسَطتَ وَالْخُلْفُ بِنَخْلُقْكُمْ وَقَعْ

আর 'আহাত্তু' ও 'বাসাত্তা'-এর ইতবাক [الإِطْبَاقَ] বৈশিষ্ট্যটি স্পষ্ট প্রকাশ করবেন, আর 'নাখলুক্কুম' শব্দে মতভেদ ঘটেছে;

৪৭. وَاحْرِصْ عَلَى السُّكُونِ فِي جَعَلْنَا ٠ أَنْعَمْتَ وَالْمَغْضُوبِ مَعْ ضَلَلْنَا

আর 'জাআলনা', 'আনআমতা' এবং 'আল-মাগদূবি' ও 'দালালনা' শব্দে সুকুনের [السُّكُونِ] প্রতি যত্নবান হোন;

৪৮. وَخَلِّصِ انْفِتَاحَ مَحْذُورًا عَسَى ٠ خَوْفَ اشْتِبَاهِهِ بِمَحْظُورًا عَصَى

এবং 'মাহযূরাল' ও 'আসা'-এর ইনফিতাহ [انْفِتَاحَ] (উন্মুক্ততা) বৈশিষ্ট্যকে নিখাদ রাখুন, তা 'মাহযূরাল' ও 'আস্বী'-এর সাথে সদৃশ হওয়ার ভয়ে;

৪৯. وَرَاعِ شِدَّةً بِكَافٍ وَبِتَا ٠ كَشِرْكِكُمْ وَتَتَوَفَّى فِتْنَتَا

আর কাফ এবং তা বর্ণের তীব্রতা [شِدَّةً] বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য রাখবেন,

যেমন 'শিরকিকুম', 'তাতাওওয়াফফা' এবং 'ফিতনাতান';

৫০. وَأَوَّلَيْ مِثْلٍ وَجِنْسٍ إِنْ سَكَنْ ∙ أَدْغِمْ كَقُلْ رَّبِّ وَبَلْ لَّا وَأَبِنْ

আর সমরূপ [مِثْلٍ] ও সমগোত্রীয় [جِنْسٍ] দুটি বর্ণের প্রথমটি যদি সুকুনযুক্ত হয়, তবে ইদগাম [أَدْغِمْ] (একত্রীকরণ) করবেন, যেমন 'কুর রব্বি', 'বাল লা'; তবে স্পষ্ট প্রকাশ [وَأَبِنْ] করবেন–

৫১. فِي يَوْمِ مَعْ قَالُوا وَهُمْ وَقُلْ نَعَمْ ∙ سَبِّحْهُ لَا تُزِغْ قُلُوبَ فَالْتَقَمْ

'ফী ইয়াওমি' এবং 'ক্বলূ ওয়া হুম'–এর মধ্যে (ইদগাম না করে), এবং 'কুল নাআম', 'সাব্বিহহু', 'লা তুযিগ কুলূবা', 'ফালতাক্বামা' শব্দে (স্পষ্ট বা ইযহার করবেন);

সোয়াদ এবং জোয়া অধ্যায় (باب الصاد والظاء)

৫২. وَالضَّادَ بِاسْتِطَالَةٍ وَمَخْرَجِ ∙ مَيِّزْ مِنَ الظَّاءِ وَكُلُّهَا تَجِي

আর দ্বদ বর্ণকে তার দীর্ঘায়ন [بِاسْتِطَالَةٍ] ও উচ্চারণস্থল [وَمَخْرَجِ]

দ্বারা জোয়া বর্ণ থেকে পৃথক করুন; আর সব জোয়া (কুরআনে)

এসেছে–

৫৩. ظَهْرِ عَظْمَ وَأَنْظِرْ أَيْقِظْ • الْحِفْظِ عُظْمُ الظُّهْرِ ظِلُّ الظِّعْنِ فِي اللَّفْظِ

'জ্বন', 'জিল্লু', 'জুহর', 'উযম', 'হিফয', 'আইক্বিয', 'আনযির', 'আযম',

'যাহর' ও 'লাফয' শব্দে;

৫৪. ظَمَا انْتَظِرْ ظُفُرِ ظَلَامِ • أَغْلُظْ ظَلَمَا شُوَاظُ لَظَى ظَاهِرْ

'জাহির', 'লাযা', 'শুওয়ায', 'যালামা', 'উগ্লুজ', 'যালাম', 'যুফুর',

'ইনতাযির' ও 'যামা' শব্দে;

৫৫. زُخْرُفٍ النَّحْلِ ظَلَّ عِضِينَ • سِوَى وَعِظْ جَا كَيْفَ ظَنًّا أَظْفَرَ سَوَا

'আযফারা', 'যন্নান' যেখানেই আসুক, এবং 'ওয়া–ইয' শব্দে; তবে

'ইযীন' ব্যতীত; আর সূরা নাহল ও যুখরুফে 'যাল্লা' সমপর্যায়ের;

৫৬. نَظَلُّ شُعَرَا ظَلَّتْ كَالْحِجْرِ • ظَلُّوا وَبِرُومٍ ظَلْتُمْ فَظَلْتَ

এবং 'ফাজালতা', 'যালতুম', এবং সূরা রূমে 'যাল্লূ'; অনুরূপ সূরা হিজর ও শুআরায় 'যাল্লাত', 'নাযাল্লু';

৫৭. النِّظَرِ وَجَمِيعَ فَظًّا وَكُنْتَ • الْمُحْتَظِرِ مَعَ مَحْظُورًا يَظْلَلْنَ

'ইয়াযলালনা', 'মাহযূরান'–এর সাথে 'মুহতাজির'; এবং 'কুন্তা ফাযযান', এবং দেখার অর্থে সকল 'নাযার' শব্দে;

৫৮. قَاصِرَةٌ وَهُودٍ الرَّعْدِ لَا وَالْغَيْظِ • نَاضِرَةٌ وَأُولَى هَلْ بِوَيْلٌ إِلَّا

ব্যতিক্রম হলো 'ওয়াইলুন' (মুতাফফিফীন), 'হাল' (ইনসান) ও প্রথম 'নাদিরাহ' (কিয়ামাহ) শব্দে; এবং রা'দ ও হূদ সূরা ব্যতীত অন্য সব 'গাইয' শব্দে;

৫৯. سَامِي الْخِلَافُ ضَنِينٍ وَفِي • الطَّعَامِ عَلَى الْحَضُّ لَا وَالْحَظِّ

এবং অংশ বা ভাগ অর্থে 'হাযয' শব্দে, খাদ্য দানে উৎসাহিত করার 'হাদ্দ' অর্থে নয়; আর 'দানীন' শব্দে (দ্বদ ও জোয়ার) মতভেদ সুপরিচিত।

৬০. وَإِنْ تَلَاقَيَا الْبَيَانُ لَازِمُ • أَنْقَضَ ظَهْرَكَ يَعَضُّ الظَّالِمُ

আর যদি তারা (দ্বদ ও জোয়া) পাশাপাশি আসে, তবে স্পষ্ট উচ্চারণ করা আবশ্যক; যেমন 'আনক্বাদা যাহরাকা', 'ইয়াআদ্দুজ জালিমু';

৬১. وَاضْطُرَّ مَعْ وَعَظْتَ مَعْ أَفَضْتُمُ • وَصِفِ هَا جِبَاهُهُمْ عَلَيْهِمُ

এবং 'ওয়াদতুরা'-র সাথে 'ওয়াআযতা' ও 'আফাদতুম'; এবং স্পষ্ট করুন 'হা' বর্ণকে 'জিবাহুহুম', 'আলাইহিমু' শব্দে।

তাশদীদযুক্ত নূন, মীম এবং মীম সাকিনের নিয়ম অধ্যায় (بابُ النون والميم المشددتين والميم الساكنة)

৬২. وَأَظْهِرِ الْغُنَّةَ مِنْ نُونٍ وَمِنْ • مِيمٍ إِذَا مَا شُدِّدَا وَأَخْفِيَنْ

আর গুন্নাহ [الْغُنَّةَ] (অনুনাসিক ধ্বনি) স্পষ্ট প্রকাশ করবেন নূন ও মীম থেকে যখন তারা তাশদীদযুক্ত [شُدِّدَا] হবে; এবং অবশ্যই ইখফা [وَأَخْفِيَنْ] (গোপন) করবেন–

৬৩. الْمِيمَ إِنْ تَسْكُنْ بِغُنَّةٍ لَدَى • بَاءٍ عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ أَهْلِ الأَدَا

মীম বর্ণকে যখন তা সুকুনযুক্ত [تَسْكُنْ] হবে, গুন্নাহ সহকারে 'বা' বর্ণের নিকট; কেরাআত বিশেষজ্ঞ বা আদায়কারীদের [أَهْلِ الأَدَا] পছন্দনীয় মতানুসারে;

৬৪. وَأَظْهِرَنْهَا عِنْدَ بَاقِي الْأَحْرُفِ • وَاحْذَرْ لَدَى وَاوٍ وَفَا أَنْ تَخْتَفِي

আর বাকি সকল বর্ণের নিকট মীমকে স্পষ্ট প্রকাশ বা ইযহার [وَأَظْهِرَنْهَا] করবেন; এবং 'ওয়াও' ও 'ফা' বর্ণের নিকট তা যেন গোপন (ইখফা) না হয়ে যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকবেন।

নূন সাকিন ও তানভীনের নিয়ম অধ্যায় (باب حكم النون الساكنة و التنوين)

৬৫. وَحُكْمُ تَنْوِينٍ وَنُونٍ يُلْفَى ۰ إِظْهَارٌ ادْغَامٌ وَقَلْبٌ إِخْفَا

আর তানভীন [تَنْوِينٍ] ও নূন সাকিনের যে নিয়ম পাওয়া যায়, তা হলো: ইযহার [إِظْهَارٌ], ইদগাম [ادْغَامٌ], ক্বলব [وَقَلْبٌ] ও ইখফা [إِخْفَا];

৬৬. فَعِنْدَ حَرْفِ الْحَلْقِ أَظْهِرْ وَادَّغِمْ ۰ فِي اللَّامِ وَالرَّا لَا بِغُنَّةٍ لَزِمْ

অতএব কণ্ঠনালীর বর্ণসমূহের [حَرْفِ الْحَلْقِ] নিকট স্পষ্ট (ইযহার) করুন; আর ইদগাম করুন লাম ও রা বর্ণের মধ্যে, গুন্নাহ ছাড়া [لَا بِغُنَّةٍ] যা আবশ্যক;

৬৭. وَأَدْغِمَنْ بِغُنَّةٍ فِي يُومِنُ ۰ إِلَّا بِكِلْمَةٍ كَدُنْيَا صِنْوَنُوا

আর গুন্নাহ সহকারে ইদগাম [وَأَدْغِمَنْ بِغُنَّةٍ] করবেন 'ইউমিনু'

(ইয়াম্‌) বর্ণগুলোতে; একই শব্দের মধ্যে [بِكِلْمَةٍ] হলে ব্যতীত, যেমন 'দুনয়া', 'সিনওয়ান';

৬৮. وَالْقَلْبُ عِنْدَ الْبَا بِغُنَّةٍ كَذَا • الإِخْفَا لَدَى بَاقِي الْحُرُوف أُخِذَا

আর ক্বলব [وَالْقَلْبُ] (পরিবর্তন) হবে 'বা' বর্ণের নিকট গুন্নাহ সহকারে; অনুরূপভাবে ইখফা বাকি বর্ণগুলোর নিকট গ্রহণ করা হয়েছে।

মদ বা দীর্ঘস্বরের নিয়ম অধ্যায় (باب المد والقصر)

৬৯. وَالْمَدُّ لَازِمٌ وَوَاجِبٌ أَتَى • وَجَائِزٌ وَهْوَ وَقَصْرٌ ثَبَتَا

আর মদ [وَالْمَدُّ] তিন প্রকার এসেছে: লাযিম [لَازِمٌ], ওয়াজিব [وَوَاجِبٌ], এবং জায়েয [وَجَائِزٌ]; আর মদ ছাড়া পড়া বা কসর [وَقَصْرٌ] প্রমাণিত হয়েছে;

৭০. فَلَازِمٌ إِنْ جَاءَ بَعْدَ حَرْف مَدْ • سَاكِنُ حَالَيْنِ وَبِالطُّول يُمَدْ

সুতরাং মদ্দে লাযিম হলো যদি মদ বর্ণের [مَدْ حَرْفِ] পরে সুকুনযুক্ত বর্ণ আসে উভয় অবস্থায় (ওয়াকফ ও ওয়াসল), এবং তা দীর্ঘতম মাত্রায় [وَبِالطُّولِ] টানতে হবে;

৭১. وَوَاجِبٌ إِنْ جَاءَ قَبْلَ هَمْزَةِ • مُتَّصِلًا إِنْ جُمِعَا بِكِلْمَةِ

আর মদ্দে ওয়াজিব হলো যদি তা হামযাহ-এর পূর্বে আসে সংযুক্ত অবস্থায় [مُتَّصِلًا], যদি তারা একই শব্দে [بِكِلْمَةٍ] একত্রিত হয়;

৭২. وَجَائِزٌ إِذَا أَتَى مُنْفَصِلَا • أَوْ عَرَضَ السُّكُونُ وَقْفًا مُسْجَلَا

আর মদ্দে জায়েয হলো যখন তা পৃথক অবস্থায় [مُنْفَصِلَا] আসবে, অথবা যদি বিরতিকারণে সুকুন আপতিত [السُّكُونُ عَرَضَ] হয় সামগ্রিকভাবে।

ওয়াকফ এবং ইবতিদা (বিরতি ও আরম্ভ) পরিজ্ঞান অধ্যায় (معرفة الوقف والابتداء)

৭৩. وَبَعْدَ تَجْوِيدِكَ لِلْحُرُوفِ • لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْوُقُوفِ

আর বর্ণসমূহকে তাজবীদসহকারে [تَجْوِيدِكَ] পড়ার পর, অবশ্যই বিরতিস্থলসমূহ [الْوُقُوفِ] সম্পর্কে জানা আবশ্যক;

৭৪. وَالِابْتِدَاءِ وَهْيَ تُقْسَمُ إِذَنْ • ثَلَاثَةً تَامٌ وَكَافٍ وَحَسَنْ

এবং প্রারম্ভ [وَالِابْتِدَاءِ] সম্পর্কেও; আর তা তখন বিভক্ত হয় তিন প্রকারে: তাম [تَامٌّ] (পূর্ণ), কাফী [وَكَافٍ] (যথেষ্ট) এবং হাসান [وَحَسَنْ] (সুন্দর);

৭৫. وَهْيَ لِمَا تَمَّ فَإِنْ لَمْ يُوجَدِ • تَعَلُّقٌ أَوْ كَانَ مَعْنًى فَابْتَدِي

আর সেগুলো ঐ শব্দের জন্য যা পূর্ণ হয়েছে; সুতরাং যদি (পরবর্তী শব্দের সাথে) কোনো সম্পর্ক না থাকে শাব্দিক বা অর্থগত, তবে (পরের শব্দ থেকে) শুরু করুন;

৭৬. فَالتَّامُ فَالْكَافِي وَلَفْظًا فَامْنَعَنْ • إِلَّا رُؤُوسَ الآيِ جَوِّزْ فَالْحَسَنُ

তবে তা 'তাম' ও 'কাফী' (যেখানে ওয়াকফ ও ইবতিদা জায়েয); আর

শাব্দিক সম্পর্ক থাকলে প্রারম্ভ নিষেধ করুন, আয়াতের শেষ প্রান্ত

[الآيِ رُؤُوسَ] ব্যতীত, সেখানে জায়েয করুন, তা–ই 'হাসান';

٧٧. وَلَهُ قَبِيحٌ تَمَّ مَا وَغَيْرُ ۰ قَبْلَهُ وَيُبْدَا مُضْطَرًّا يُوقَفُ

বাধ্য হয়ে [مُضْطَرًّا] (যেকোনো স্থানে) ওয়াকফ করা যাবে এবং তার

পূর্ব থেকে শুরু করতে হবে; আর যা পূর্ণ নয় তা ক্ববীহ [قَبِيحٌ]

(অসুন্দর), এবং তার জন্য–

٧٨. لَهُ مَا غَيْرَ حَرَامٍ وَلَا ۰ وَجَبْ وَقْفٍ مِنْ الْقُرْآنِ فِي وَلَيْسَ وَقْفٌ سَبَبْ

ওয়াকফের বিধান রয়েছে; তবে কুরআনে এমন কোনো ওয়াকফ নেই

যা (শরয়ীভাবে) ওয়াজিব, এবং কোনো হারাম ওয়াকফও নেই,

কোনো বাহ্যিক কারণ [سَبَبْ] ব্যতীত।

মাকতু এবং মওসুল (বিচ্ছিন্ন ও সংযুক্ত শব্দ) পরিজ্ঞান অধ্যায় (باب

والموصول المقطوع معرفة)

৭৯. قَدْ فِيمَا الْإِمَامِ مُصْحَفِ فِي • وَتَا وَمَوْصُولٍ لِمَقْطُوعٍ وَاعْرِفْ

أَتَى

আর মাকতু [مَقْطُوعٍ] (বিচ্ছিন্ন), মওসুল [وَمَوْصُولٍ] (সংযুক্ত)

এবং 'তা' [وَتَا] বর্ণ সম্পর্কে জানুন যা ইমামের মুসহাফে [مُصْحَفِ

الْإِمَامِ] (উসমানী মুসহাফ) এসেছে;

৮০. إِلَّا إِلَهَ وَلَا مَلْجَإٍ مَعْ • لَّا أَنْ كَلِمَاتٍ بِعَشْرِ فَاقْطَعْ

সুতরাং দশটি স্থানে 'অ্যান লা'–কে বিচ্ছিন্ন করে [فَاقْطَعْ] লিখুন:

'মালজাআ' এবং 'লা ইলাহা ইল্লা'–এর সাথে;

৮১. لَا هُودَ ثَانِي يَس وَتَعْبُدُوا • عَلَى تَعْلُوا يَدْخُلَنْ تُشْرِكْ يُشْرِكْنَ

'ইউশরিকনা', 'তুশরিক', 'ইয়াদখুলান', 'তালূ আলা', এবং 'তাবুদূ' যা

সূরা ইয়াসীন ও হূদ–এর দ্বিতীয় স্থানে এসেছে;

৮২. أَنْ لَا يَقُولُوا لَا أَقُولَ إِنَّ مَا · بِالرَّعْدِ وَالْمَفْتُوحَ صِلْ وَعَنْ مَا

'অ্যান লা ইয়াক্বূলূ', 'লা আক্বূলা'; আর 'ইন্নামা' যা সূরা রা'দে এসেছে;

এবং ফাতহাহযুক্তটিকে (আন্নামা) যুক্ত করুন [صِلْ]; আর 'অ্যান

মা'–

৮৩. نُهُوا اقْطَعُوا مِنْ مَا بِرُومٍ وَالنِّسَا · خُلْفُ الْمُنَافِقِينَ أَمْ مَنْ

أَسَّسَا

যা 'নুহূ' (নিষেধ করা হয়েছে) অর্থে তা কেটে লিখুন; এবং সূরা রূম ও

নিসা–এর 'মিন মা' শব্দে, আর সূরা মুনাফিক্বূনে মতভেদ আছে; এবং

'আম মান আসসাসা';

৮৪. فُصِّلَتِ النِّسَا وَذِبْحٍ حَيْثُ مَا · وَأَنْ لَمِ الْمَفْتُوحَ كَسْرُ إِنَّ مَا

যা সূরা ফুসসিলাত, নিসা ও যিবহ্ (সাফফাত)–এ এসেছে; আর

'হাইছু মা' সব জায়গায়; এবং ফাতহাহযুক্ত 'অ্যান লাম'; আর

কাসরাহযুক্ত 'ইন্নামা'–

৮৫. وَقَعَا وَنَحْلٍ الْأَنْفَالِ وَخُلْفُ ۰ مَعَا يَدْعُونَ وَالْمَفْتُوحَ لَأَنْعَامَ

যা সূরা আনআমে এসেছে; আর ফাতহাহযুক্ত 'আন্নামা' যেখানে

'ইয়াদঊনা' একত্রে এসেছে; এবং আনফাল ও নাহল সূরায় মতভেদ

ঘটেছে;

৮৬. وَالْوَصْلَ بِئْسَمَا قُلْ كَذَا رُدُّوا ۰ وَاخْتُلِفْ سَأَلْتُمُوهُ مَا وَكُلِّ

صِفْ

আর 'কুল্লি মা সাআলতুমূহু' শব্দে; এবং মতভেদ হয়েছে 'রুদ্দূ' শব্দে;

অনুরূপভাবে 'কুল বিইসামা' শব্দে, এবং এর যুক্ত হওয়াকে

[وَالْوَصْلَ] গুণান্বিত করুন–

৮৭. مَعَا يَبْلُو اشْتَهَتْ أَفَضْتُمُ أُوحِيَ ۰ اقْطَعَا مَا فِي وَاشْتَرَوْا خَلَفْتُمُونِي

'খালাফতুমূনী' এবং 'ইশতারও' শব্দে; আর 'ফী মা' বিচ্ছিন্ন করে

[اقْطَعَا] লিখুন: 'ঊহিয়া', 'আফাদতুম', 'ইশতাহাত' এবং 'ইয়াবলূ'

যেখানে একত্রে আছে;

৮৮. صِلَا هَذَا وَغَيْرَ شُعَرَا تَنْزِيلُ • كِلَا رُومٍ وَقَعَتْ فَعَلْنَ ثَانِي

'ফায়ালনা'–এর দ্বিতীয় স্থানে, সূরা ওয়াকিআহ ও রূম উভয় জায়গায়;

সূরা তানযীল (সাজদাহ) ও শুআরায়; আর এগুলো ব্যতীত

বাকিগুলো যুক্ত করুন [صِلَا];

৮৯. وَالنِّسَا الأَحْزَابِ الشُّعَرَا فِي • وَمُخْتَلِفْ صِلْ كَالنَّحْلِ فَأَيْنَمَا

وُصِفْ

অতএব 'আইনামা' শব্দটিকে সূরা নাহলের মতো যুক্ত করুন; আর

শুআরা, আহযাব ও নিসা সূরায় মতভেদ বর্ণিত হয়েছে;

৯০. عَلَى تَأْسَوْا تَحْزَنُوا كَيْلَا • نَجْمَعَ أَلَّنْ هُودَ فَإِلَّمْ وَصِلْ

আর সূরা হূদ–এর 'ফা–ইল্লাম' যুক্ত করুন; এবং 'অ্যাল–লান নাজমাআ'; এবং 'কাইলা তাহযানূ', 'তাসও আলা';

৯১. هُمْ يَوْمَ تَوَلَّى مَنْ يَشَاءُ مَنْ عَنْ • وَقَطْعُهُمْ حَرَجٌ عَلَيْكَ حَجٌّ

সূরা হাজ্জ–এর 'আলাইকা হারাজুন'; আর বিচ্ছিন্ন করে লিখুন 'অ্যান মান ইয়াশাউ', 'মান তাওয়াল্লা' এবং 'ইয়াওমা হুম';

৯২. وَوُهِّلَا صِلْ الإِمَامِ فِي تَحِينَ • هَؤُلَا وَالَّذِينَ هَذَا وَمَالِ

এবং 'মা লি হাযা', 'ওয়াল্লাযীনা হাউলাই' শব্দে; আর 'তাহীনা' শব্দকে ইমামের মুসহাফে যুক্ত করুন, যদিও তা দুর্বল [وُهِّلَا] বলা হয়েছে;

৯৩. تَفْصِلِ لَا وَيَا وَهَا الْ مِنَ كَذَا • صِلِ وَزَنُوهُمُ أَوْ كَالُوهُمُ

'কালূহুম' অথবা 'ওয়াযানূহুম' শব্দকে যুক্ত করে লিখুন; অনুরূপভাবে 'আল' (নির্ণায়ক অব্যয়), 'হা' (সতর্কীকরণ) এবং 'ইয়া' (আহ্বান)–কে বিচ্ছিন্ন করবেন না।

হা-উত তানীস (স্ত্রীবাচক তা) যা 'তা' হিসেবে লিখিত হয়েছে তার অধ্যায় (باب هاء التأنيث التي رسمت تاء)

৯৪. وَرَحْمَتُ الزُّخْرُفِ بِالتَّا رَبَرَهْ ۰ الأَعْرَافِ رُومٍ هُودِ كَافِ الْبَقَرَهْ

আর 'রাহমাতু' শব্দ সূরা যুখরুফে 'তা' [بِالتَّا] দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়েছে; এবং সূরা আরাফ, রূম, হূদ, কাফ (মরিয়ম) ও বাকারাহ সূরায়;

৯৫. نِعْمَتُهَا ثَلَاثُ نَحْلٍ إِبْرَهَمْ ۰ مَعًا أُخَيرَاتُ عُقُودِ الثَّانِ ثَمَّ

'নিমাতুহা' শব্দ সূরা নাহলের তিনটি স্থানে, ইব্রাহীম সূরায় একত্রে দুইটি স্থানে, সূরা উকূদ (মায়েদাহ)-এর শেষ দুটি স্থানে এবং সেখানে-

৯৬. لُقْمَانُ ثُمَّ فَاطِرٍ وَالطُّورِ ۰ عِمْرَانَ لَعْنَتَ بِهَا وَالنُّورِ

সূরা লুকমান, অতঃপর ফাতির ও তূর সূরায়; এবং আল-ইমরান সূরায় 'লা'নাত', এবং নূর সূরায়;

৯৭. وَامْرَأَتُ يُوسُفَ عِمْرَانَ الْقَصَصِ تَحْرِيمَ • مَعْصِيَتْ بِقَدْ سَمِعَ يُخَصْ

এবং 'ইমরাআতু' শব্দ সূরা ইউসুফ, ইমরান, ক্বাসাস ও তাহরীম সূরায়; আর 'মা'সিয়াত' শব্দ সূরা ক্বাদ সামিআ (মুজাদালাহ)–এর জন্য খাস বা সুনির্দিষ্ট;

৯৮. شَجَرَتَ الدُّخَانِ سُنَّتْ فَاطِرِ • كُلًّا وَالأَنْفَالِ وَحَرْفِ غَافِرِ

'শাজারাতা' শব্দ সূরা দুখানে; 'সুন্নাত' শব্দ সূরা ফাতহ (ফাতির) এর সবকটি স্থানে, এবং আনফাল ও গাফির সূরায়;

৯৯. قُرَّتُ عَيْنٍ جَنَّتٌ فِي وَقَعَتْ • فِطْرَتْ بَقِيَّتْ وَابْنَتْ وَكَلِمَتْ

'কুররাতু আইনিন'; 'জান্নাতুন' যা সূরা ওয়াকিআহ–তে এসেছে; 'ফিতরাত', 'বাকিয়্যাত', 'ইবনাত' এবং 'কালিমাত'–

১০০. أَوْسَطَ الأَعْرَافِ وَكُلُّ مَا اخْتُلِفْ • جَمْعًا وَفَرْدًا فِيهِ بِالتَّاءِ عُرِفْ

সূরা আরাফের মধ্যভাগে; আর যার মধ্যেই বহুবচন ও একবচন নিয়ে মতভেদ [اخْتُلِفْ مَا] হয়েছে, তা 'তা' [بِالتَّاءِ] দ্বারা সুপরিচিত।

হামযাতুল ওয়াসল অধ্যায় (باب همز الوصل)

১০১. وَابْدَأْ بِهَمْزِ الْوَصْلِ مِنْ فِعْلٍ بِضَمْ • إِنْ كَانَ ثَالِثٌ مِنَ الْفِعْلِ يُضَمْ

আর ক্রিয়াপদের [مِنْ فِعْلٍ] শুরুতে হামযাতুল ওয়াসল [بِهَمْزِ الْوَصْلِ] দিয়ে পেশ সহকারে শুরু করুন, যদি ক্রিয়াপদের তৃতীয় বর্ণটি পেশযুক্ত [يُضَمْ] হয়;

১০২. وَاكْسِرْهُ حَالَ الْكَسْرِ وَالْفَتْحِ وَفِي • الاَسْمَاءِ غَيْرَ اللاَّمِ كَسْرُهَا وَفِي

আর তাকে জের দিয়ে পড়ুন কাসরাহ (জের) ও ফাতহাহ (যবর)–এর হালতে; এবং বিশেষ্য পদের [الاَسْمَاءِ] মধ্যে লাম (আলিফ–লাম)

ব্যতীত সবগুলোর জের হবে; এবং–

১০৩. ابْنٍ مَعَ ابْنَتِ امْرِئٍ اثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ ۰ وَامْرَأَةٍ وَاسْمٍ مَعَ اثْنَتَيْنِ

'ইবিনন', 'ইবনাতিন', 'ইমরিয়িন', 'ইছনাইন', 'ইমরাআতিল' এবং 'ইস্মিন' শব্দের সাথে 'ইছনাতাইন' শব্দে।

শব্দের শেষে ওয়াকফ বা বিরতির অধ্যায় (باب الوقف على أواخر الكلم)

১০৪. وَحَاذِرِ الْوَقْفَ بِكُلِّ الْحَرَكَهْ ۰ إِلَّا إِذَا رُمْتَ فَبَعْضُ حَرَكَهْ

আর পূর্ণ হরকত বা স্বরধ্বনিসহ [الْحَرَكَهْ بِكُلِّ] ওয়াকফ করা থেকে সতর্ক থাকুন, যদি না আপনি রূম [رُمْتَ] (আংশিক উচ্চারণ) করেন, কারণ তা হরকতের অংশবিশেষ;

১০৫. إِلَّا بِفَتْحٍ أَوْ بِنَصْبٍ وَأَشِمْ ۰ إِشَارَةً بِالضَّمِّ فِي رَفْعٍ وَضَمْ

ফাতহাহ ও নাসাব (যবর) অবস্থা ব্যতীত; আর ইশমাম [وَأَشِمْ]

(ঠোঁট গোল করা) করুন পেশ বা রাফা অবস্থায় ঠোঁটের ইশারার মাধ্যমে।

গ্রন্থসমাপ্তি অংশ

১০৬. وَقَدْ تَقَضَّى نَظْمِيَ الْمُقَدِّمَهْ ۰ مِنِّي لِقَارِئِ الْقُرْآنِ تَقْدِمَهْ

আর আমার এই ভূমিকা কাব্যটি [نَظْمِيَ الْمُقَدِّمَهْ] সমাপ্ত হলো, যা কুরআন পাঠকের জন্য আমার পক্ষ থেকে একটি উপহার;

১০৭. أَبْيَاتُهَا قَافٌ وَزَايٌ فِي الْعَدَدْ ۰ مَنْ يُحْسِنِ التَّجْوِيدَ يَظْفَرْ بِالرَّشَدْ

এর শ্লোকসংখ্যা গণনায় ক্বফ (১০০) এবং যাই (৭) [১০৭টি লাইন]; যে ব্যক্তি তাজবীদকে সুন্দর করবে সে সঠিক পথ বা সফলতা [بِالرَّشَدْ] লাভ করবে;

১০৮. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَهَا خِتَامُ ۰ ثُمَّ الصَّلَاةُ بَعْدُ وَالسَّلَامُ

আর সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এর মাধ্যমে এর সমাপ্তি; অতঃপর

রহমত [الصَّلَاةُ] ও শান্তি [وَالسَّلَامُ] বর্ষিত হোক;

١٠٩. عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ • وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ذَوِي الْهُدَى

মনোনীত নবী মুহাম্মদের ওপর, এবং তাঁর পরিবার ও হেদায়েতের অধিকারী সাহাবীগণের ওপর।

প্রথম ও শেষ আল্লাহরই প্রশংসা।